নাগরিক সম্মেলন ২০১৭

বাংলাদেশে এসডিজি বাস্তবায়ন

কাউকে পেছনে রাখা যাবে না

৬ ডিসেম্বর ২০১৭

Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh

এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

সমান্তরাল অধিবেশন (৩)

জলবায়ু ও পরিবেশ প্রসঙ্গ

কৃষিবিদ ইন্সটিটিউশন বাংলাদেশ, ঢাকা

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৫

বরেন্দ্র অঞ্চলে খরা

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৫ বাস্তবায়ন এর চ্যালেঞ্জ সমূহ

এবং

অর্জনে যা করনীয়

Md Shafiqul Islam

সহকারী অধ্যাপক

সেন্টার ফর সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট

University of Liberal Arts Bangladesh (ULAB)

বরেন্দ্র অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য

- বরেন্দ্র শব্দটি হচ্ছে দেবরাজ ইন্দ্রের বরে (বর+ইন্দ্র) অর্থাৎ অনুগ্রহ বা আশির্বাদ প্রাপ্ত দেশ। মৌর্য সম্রাট অশোকের শিলালিপিতে বিভিন্ন জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়।এদের মধ্যে "পরিংদগন" অন্যতম। "পরিংদ" নামটি বরিন্দ বা বরেন্দ্র নামেরই নামান্তর।বৃহত্তম রাজশাহী,রংপুর,দিনাজপুর বগুড়া ও পাবনা জেলার কিয়দংসহ প্রায় ৭,৭০০ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃতি অঞ্চলটির নাম বরেন্দ্র ভূমি।
- এই ভূমির ৫৫% বনভূমি ছিল।১৯৭৪ সালের এক প্রতিবেদনে বলা হয় ৭০% ভূমি কৃষি ভূমিতে রূপান্তরিত হয়েছে। ব্যাপক হারে বনভূমি ধ্বংস ও বৃক্ষ নিধনের ফলে বরেন্দ্রভূমি শুস্ক, নিরস,বৃষ্টিহীন ও মরু প্রবণ এলাকায় পরিণত হয়েছে। জলবায়ুর পরিবর্তন এই প্রক্রিয়াকে আরও ত্বরান্বিত করেছে।
- দীর্ঘ কালীন খরা, চরম ভাবাপন্ন আবহাওয়া গ্রীষ্মকালে প্রচন্ড গরম এবং শীতকালে প্রচন্ড শীতের প্রকোপ দেখা দেয়। এতে এলাকা জুড়ে শুরু হয় মরুকরণ প্রক্রিয়া। ১৯৮৫ সালে Barind Integrated Area Development Project শুরু হয় BADC এর মাধ্যমে।
- পূর্বে আবাদযোগ্য জমি ছিল ১৩%, ফসলের নিবিড়তা ১১৭%। পরে আবাদযোগ্য জমি ৫৩%,ফসলের নিবিড়তা ২১৫%। এরপরে ১৯৯২ সালে BMDA উক্ত এলাকায় কার্যক্রমের মাধ্যমে কৃষিকে গতিশীল করে।
- খরার কারনে বরেন্দ্র অঞ্চলে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয় বিশেষ করে খরিপ-২ মৌসুমে বেশি ক্ষতি হয়।

বরেন্দ্র অঞ্চলের পরিচিতি

- **ভূতাত্ত্বিক শ্রেনী বিভাগ:**
- সমতল বরেন্দ্র :৮০ ভাগ সমতল বরেন্দ্র অঞ্চল (৬000 বর্গ কিলোমিটার)
- প্রশস্ত খন্ডিত বরেন্দ্র : ৯০০ বর্গ কিলোমিটার
- সংকীর্ণ খন্ডিত বরেন্দ্র : ৮০০ বর্গ কিলোমিটার
- ১.বর্গাচাষী (Lease Farmer)
- ২.ভূস্বামী (Land Owner/Absentee)

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৫ এর চ্যালেঞ্জ সমূহ

- মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ খুবই কম এতে করে উর্বরতা, মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা ও শোষণ ক্ষমতা কমে যায় এবং খরার প্রকোপ বেশি হয়।
- রাসায়নিক সার এবং চাষ পদ্ধতি মাটিতে অনুজীবের আধিক্য কম ঘটায়,মাটি শক্ত করে এবং খরা সংবেদনশীল হয়ে পড়ছে।
- বর্গাচাষীরা মাটির দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের কোন পদক্ষেপই নিতে চান না বিধায় জমিতে জৈব সার এবং পরিবেশ সম্মত চাষাবাদ করেনা ফলে খরার প্রতি বেশি সংবেদনশীল হয়ে পড়ছে।
- অপরিকল্পিত ভাবে একক ফসল চাষ কৃষিকে ঝুকির মুখে ফেলছে।
- ভূর্গভস্হঃ পানি উত্তোলন এবং সেচ নির্ভর কৃষি দেশকে খরা প্রবণ করে তুলছে।বিশেষ করে গবেষণায় দেখা গেছে ভূর্গভস্হঃ পানির স্তর প্রতি বছর প্রায় ৪ফিট করে নিচে নেমে যাচ্ছে এতে করে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৫ অর্জন ব্যাহত হবে।
- বরেন্দ্র অঞ্চলের মাটির গঠন দূর্বল হওয়ায় সহজেই ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং মাটিতে খনিজ পদার্থ কমিয়ে দেয় এতে করে উৎপাদন কমে যাচ্ছে।
- বরেন্দ্র অঞ্চলে শতকরা ৮০ ভাগই ঢালুভূমি।বর্ষার সময় উপরের উর্বর মাটি বৃষ্টিপাতের পানিতে ধুয়ে নদীতে চলে যায় এতে করে খাল, বিল ও নদী ভরাট হয়ে পানি প্রবাহ ও সংরক্ষণ ব্যাহত হচ্ছে যার প্রভাবে খরা আরও ত্বরান্বিত হচ্ছে।
- বরেন্দ্র অঞ্চলের জলবায়ু শুস্ক ও চরম ভাবাপন্ন।এ অঞ্চলের বৃষ্টিপাত অন্য অঞ্চলের তুলনায় প্রায় ২/৩ ভাগ কম(৭৫০-১৪০০ মি:মি:) | এছাড়া বৃষ্টিপাত ১২ মাসে সমানভাবে হয়না।
- খরা,জলবায়ু পরিবর্তন এবং মানব সৃষ্ট কারনে বহু উদ্ভিদ,প্রাণী এবং মৎস্য প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে গেছে।
- খরার প্রভাবে মানুষের বেকারত্ব বাড়ছে এবং স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী ভাবে শহরে স্তানাতরিত হচ্ছে।কৃষক অন্যান্য ফসল এড়িয়ে ধানের প্রতি ঝুঁকে পড়েছে এতে করে খরার কারন গুলো আরও বেশি প্রকট হয়ে পড়ছে।

টেকসই উন্নয়নের অভীষ্ট ১৫ অর্জনে যা করনীয়

- সচেনতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণ
- খরা নীতিমালা প্রণয়ণ ও বাস্তবায়ন
- খরা গবেষণা ইনষ্টিটিউট স্থাপন
- ভূমি ব্যবহার নীতিমালা প্রণয়ণ ও বাস্তবায়ন
- জৈব কৃষির বাস্তবায়ন করে খরা মোকাবেলা করা আবশ্যক
- ভূগর্ভস্থঃ পানি তোলায় বিধিনিষেধ প্রয়োগ ও নীতিমালা প্রণয়ণ।
- অপ্রচলিত ও খরা সহিষ্ণ ফসলের চাষ করে বহুমাত্রিক পন্য উৎপাদন ও বিপণণ করার সুযোগ তৈরী করা
- জৈব কৃষির প্রয়োজনীয় উপকরন, জৈব সার, জৈব কীটনাশক ও স্থানীয় বীজ উৎপাদনে সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থা করা এবং জৈব কৃষিতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য কৃষককে প্রণোদনা দেয়ার ব্যবস্থা করা
- ভূমির বিকল্প ব্যবহার ও শস্য বহুমুখী স্কিম চালিয়ে যেতে হবে।খাস,ব্যক্তিগত পুকুর, খাল বিল,পুনঃখনন করে পানি সংরক্ষণ ও কৃষি কাজে ব্যবহার করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যক
- প্রয়োজনীয় নদী গুলোকে ড্রেসিং এর আওতায় এনে পানি প্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে
- খরা জনিত কারনে ফসলের ক্ষতি হলে, খরার বীমা স্কিম চালু করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে
- ফলের বাগান,বনায়ন, কৃষিবনায়ন, আইল বনায়ন ইত্যাদির মাধ্যমে জলাবায়ু পরিবর্তন ও মরুকরণ প্রক্রিয়া ঠেকাতে হবে
- সর্বোপরি সকলের অংশীদারিত্ব তৈরী করে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে টেকসই উন্নয়নের অভীষ্ট ১৫ অর্জন নিশ্চিত করতে হবে

ধন্যবাদ